ফসলের নাম	:	তিল
জাতের নাম	:	**বারি তিল-৬ (কালো তিল)**
ছবি	:	
জাতের বৈশিষ্ট্য	:	বীজের রং কালো। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে.মি.। প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৬৫-৭০ টি। বীজ সিংগেল কোট বিশিষ্ট্য। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন । আংশিক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে (ফুল আসা অবস্থায় ৬০-৭০ ঘন্টা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে)।
উপযোগী এলাকা	:	বাংলাদেশের সর্বত্রই এ জাতটি চাষ করা যায়। এ জাতটি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে বিধায় পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, বরিশাল ও নোয়াখালী মতো সমুদ্র উপকূলীয় জেলা সমূহে চাষ করা যেতে পারে।
বপন সময় ও সংগ্রহের সময়	:	বপন সময়: তিল দুই মৌসুমে চাষ করা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে অর্থাৎ মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত (মধ্য ফেব্রুয়ারি হতে মার্চ) এবং খরিফ-২ মৌসুমে অর্থাৎ ভাদ্র মাস (মধ্য আগস্ট হতে মধ্য সেপ্টেম্বর) তিলের বীজ বপনের উত্তম সময়। বীজের পরিমান: প্রতি হেক্টরে ৬.০-৬.৫ কেজি, প্রতি একরে ২.৫-২.৬ কেজি ও বিঘা প্রতি ০.৭৫-০.৮০ কেজি বীজ প্রয়োজন। সংগ্রহের সময়:গাছের পাতা, কান্ড ও শুটির রং হলুদভাব হলে তখনই তিল কাটতে হবে।
ছবিসহ রোগবালাই	:	 কান্ড পঁচা রোগ
রোগবালাই দমন ব্যবস্থা	:	তিলের প্রধান রোগ কান্ড পঁচা রোগ। সে কারনে তিলের জমিতে পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। এটি বীজ বাহিত একটি ছত্রাকজনিত রোগ। তাই বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেক্স বা বেভিষ্টিন-২.৫ গ্রাম ঔষধ প্রতি কেজি শুকনো-বীজে মিশিয়ে বীজ শোধনের মাধ্যমে বপন করে এ রোগ দমন করা যায়।

ছবিসহ পোকামাকড়	:	 বিছা পোকা
পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা	:	রাতে আলোর সাহায্যে পোকা ধরে মেরে দমন করা যায়। সময়মত আগাছা দমন, পাতলাকরণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করলে পোকার আক্রমণ কমে যায়। তিল হক মথ পোকার আক্রমণ খুব বেশী হলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা ডারসবান ২০ ইসি ২ মিলি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ৭ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। বিছাপোকার আক্রমণ খুব বেশী হলে রিপকর্ড ১০ ইসি ১ মিঃলিঃ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ছিটায়ে পোকা দমন করাতে হবে।
সার ব্যবস্থাপনা	:	ইউরিয়া সারে অর্ধেক ও বাকী সব সার শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে মাটিরে সাথে ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর কুঁড়ি আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন জমিতে রস থাকে। রস না থাকলে সেচ দেওয়ার পর সার প্রয়োগ করতে হবে।
হেক্টর প্রতি ফলন	:	বীজের ফলন প্রতি হেক্টরে ১৬০০-১৮০০ কেজি